আমার তথ্য জানার অধিকার

কী তথ্য চাইবো

কীভাবে চাইবো

কার কাছে চাইবো

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

আমার তথ্য জানার অধিকার

কী তথ্য চাইবো

কীভাবে চাইবো

কার কাছে চাইবো

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

আমার তথ্য জানার অধিকার ঃ কী তথ্য চাইবো, কীভাবে চাইবো, কার কাছে চাইবো

My Right to Know : What, How, from Whom

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রকাশক
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি নং ১০৪, সড়ক নং ২৫, ব্লক-এ
বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন : ৮৮০-২-৯৮৪০৮৩০-১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮১১৯৬২
ই-মেইল : rib@citech-bd.com
rib.bangladesh@gmail.com
Website : www.rib-bangladesh.org
www.rib-kajolimodel.org
www.rib-rtibangladesh.org

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৮৮২৮৭০৩, ৮৮৩৫৮৩৬

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

মুখবন্ধ

"আমার তথ্য জানার অধিকার ঃ কী তথ্য চাইবো, কীভাবে চাইবো, কার কাছে চাইবো" বইটি মূলতঃ বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছে। আইনটির প্রসারের লক্ষ্যে রিইব প্রথম থেকেই তৎপর হয়। সেই সংক্রান্ত গত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কী ধরনের তথ্য পাবার জন্যে আইনটি তৈরী হয়েছে বা আইনটিকে ব্যবহার করতে হয় তা এখনো অনেকেই ভালোভাবে বুঝতে পারছেন না। তাই দেখা গেছে যে গত দু'বছরে এই আইন ব্যবহার করে সারাদেশে যতগুলো তথ্য-আবেদন জমা পড়েছে তার প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগই আইনটির উদ্দেশ্য-সম্পর্কিত নয়। আইনটি ছাড়াও সেইসব তথ্য জোগাড় করা যেত। বাংলাদেশের তথ্য কমিশন গত দু'বছরে যে দুটি প্রতিবেদন বের করেছে তার থেকেই এই তথ্য জানা যায়।

জনগণের দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে এর মধ্যে অনেক তথ্য আছে যা সরকার জনগণকে দিতেই চায় এবং তার জন্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন, প্রত্যেক জেলায় সরকারী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এসব তথ্য জনগণকে দেবার জন্যে। এসব কেন্দ্র থেকে যেসব তথ্য জনগণকে সরবরাহ করা হয় সেগুলোকে উন্মুক্ত বা খোলা তথ্য বলা যায়। অন্য যেসব তথ্য জনগণ অনেক সময় জানতে চায় তার মধ্যে অনেক তথ্যই আগে সরকারী গোপনীয়তা আইনের আওতায় পড়তো এবং সরকার তা জনগণকে দেবার জন্যে আইনতঃ বাধ্য ছিল না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে সে সব অনেক তথ্যই এখন বাধ্যতামূলকভাবে জনগণকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উন্মুক্ত তথ্য জনগণকে দেবার জন্যে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাবতে হয় না। মূল্য পরিশোধ করলেই তা দিতে কোনো বাধা নেই। আর যেসব তথ্য সরকার আগে জনগণের কাছে গোপন রাখতো, এখন তথ্য অধিকার আইনের কারণে তার বেশীর ভাগই সরকার জনগণকে দিতে বাধ্য। সেসব তথ্য এখন সরকারকে জনগণের কাছে উন্মোচন করতে হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসক্লোজ করা। অর্থাৎ সরকারী অফিসের ফাইলে বা অন্য কোনভাবে ধারণকৃত সরকারী তথ্য যা আগে জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখা হত তা এখন প্রকাশ করার বিধান হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন বাড়ি বা জমির মালিকানা বদলানোর জন্যে নামজারী (মিউটেশন) করার যে ব্যবস্থা আছে তার নিয়মকানুন জনগণ উন্মুক্ত তথ্য হিসেবে নির্ধারিত সরকারী অফিস থেকে জোগাড় করতে পারে। তবে মিউটেশন সংক্রান্ত আমার আবেদনের উত্তর

এখনো কেন আসছে না এবং তা এখন সরকারী অফিসে কোথায় কিভাবে অবস্থান করছে তা জানার জন্য আমার একমাত্র উপায় আবেদন-সংক্রান্ত ফাইল পত্র দেখে তা জানা। অর্থাৎ এর জন্যে কর্তৃপক্ষকে ফাইলে সংরক্ষিত তথ্য ডিসক্লোজ করতে হয়। সেজন্যে ইংরেজিতে আইনটিকে ডিসক্লোজার আইনও বলা হয়। ইংরেজিতে আবার আইনটিকে ট্রান্সপারেন্সী আইন হিসাবেও অভিহিত করা হয়, কারণ আইনটির মূল উদ্দেশ্য সরকারী কাজে স্বচ্ছতা স্থাপন করা ও এর মাধ্যমে সরকারী অফিসে কারচুপি বা দূর্নীতি রোধ করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে তথ্য চাইতে হলে আবেদনকারীকে প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে কী তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা ঠিক করতে হবে এবং তাকে মনে রাখতে হবে যে আবেদনের উদ্দেশ্য শুধু তথ্য পাওয়াই নয় বরং কোনো কর্তৃপক্ষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে কিনা তা জানা। জনগণ আইনটির এই মূল লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হলে এর কোনো মূল্য থাকবে না।

এই বইটিতে বিভিন্ন বিষয়ে জনগণ কি ধরনের তথ্য চায় বা চাইতে পারে এবং তা কীভাবে চাইতে হয় তা উদাহরণস্বরূপ দেয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলো রিইবের তথ্যকর্মীরা গত তিন বছরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে। এর বাইরেও অবশ্যই অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে এ প্রশ্নগুলো দেখে আমার ধারণা পাঠকের মনে তা অন্য অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে। সে সব প্রশ্ন পাঠক আমাদের লিখে জানালে আমরা বইটির পরবর্তী সংস্করণে জুড়ে দেবার চেষ্টা করবো। আর-টি-আই সংক্রান্ত আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে: www.rib-rtibangladesh.org

বইটি তৈরীর জন্য আমি রিইব-এর তথ্য অধিকার টিমকে সাধুবাদ জানাই। আশা করি বইটির বহুল প্রসার ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন প্রসার লাভ করবে।

শামসুল বারি,
চেয়ারম্যান, রিইব

আমার তথ্য জানার অধিকার :
কী তথ্য চাইবো, কার কাছে চাইবো, কীভাবে চাইবো?

ভূমিকা

আমরা অনেক সময়ই ভাবি আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, অর্থাৎ জনগণের সেবায় যারা নিয়োজিত তারা সবাই যদি সৎ ও দায়িত্ববান হতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন তাহলে দেশের আরো অনেক উন্নতি হতো। তবে কিছু কিছু সৎ, দায়িত্ববান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আছেন বলে দেশ এখনো চলছে। তা না হ'লে দেশের কী অবস্থা হ'ত ভাবাই যায়না। আর এরকম আরো অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী পাওয়া গেলে যে আরো কত ভালো হত তাও ভাবা যায় না।

কিন্তু আমরা এটাও জানি যে, জনগণের কাছে সরকারকে এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি করতে পারলেই আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এভাবে তাঁদের জবাবদিহিতা স্থাপন হ'লে তাঁদের দুর্নীতি যেমন লোপ পাবে, তেমনি তাঁদের কাজে অনিয়ম করার সুযোগও কমে যাবে ও জনগণের কাজে তাঁরা আরো দায়িত্ববান হবেন। তাঁরা জানবেন যে, সরকার যেহেতু জনগণের পয়সায় চলে তাই তাঁরা জনগণের কাছে, অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ। সব নাগরিকই সরকারের কাছে তার কাজের হিসেব চাইতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, এইসব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যখন জানবেন যে তাঁরাও দেশের নাগরিক, সরকারের জবাবদিহিতা স্থাপন হলে তাঁরাও লাভবান হবেন তখনি প্রকৃত অগ্রগতির পথ সুগম হবে।

তবে জবাবদিহিতা মুখে বলে বা আইন করেই স্থাপন হবেনা। তা করতে জনগণকেও দায়িত্ববান হতে হবে। এর জন্যে সরকারি যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে তাদের জানতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কী কাজ করেন, কীভাবে সেসব কাজ সম্পাদন করেন, কীভাবে সিদ্ধান্ত নেন, কী কী সিদ্ধান্ত নেন, কীভাবে তা বাস্তবায়ন করেন, ইত্যাদি অনেক কিছু জানতে হবে। এগুলো খুব জরুরী তথ্য। এগুলো না জানলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজে কোন অবহেলা করছেন কিনা, দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন কিনা তা বোঝা যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, এসব তথ্য কোনো কর্তৃপক্ষ নিজ ইচ্ছায় কখনো দিতে চাইবে না। তাদের কাছে চেয়ে আদায় করে নিতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারি কাজ সংক্রান্ত অনেক তথ্য দেশের সব নাগরিকেরই জানা প্রয়োজন। বিদেশীরা যখন আমাদের দেশ শাসন করতো তখন তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে তারা ঠিক করেছিল যে, সরকারি কাজের এইসব তথ্য তারা জনগণকে

জানাবে না। কারণ, তাহলে জনগণ সরকারের ভেতরের অনেক কীর্তি-কলাপ সম্বন্ধে জেনে যাবে, যার ফলে তাদের অসুবিধা হতে পারে, ভাবমূর্তির ক্ষতি হতে পারে ও তাদের অনেক অন্যায়-অবিচার ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই তারা 'সরকারি গোপনীয়তা আইন' নামে একটি আইন তৈরী করেছিল। সরকারি কর্মচারীরা তখন এই আইনের আড়ালে অনেক অবৈধ কাজ ক'রে পার পেয়ে যেত। জনগণ জানতে পারতো না কারা কি দায়িত্ব পালন করছে। তাই এইসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের অপকর্মের জন্যে চিহ্নিত করা যেত না।

তবে গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগে প্রগতিশীল বেশিরভাগ দেশেই আইন ক'রে জনগণের সরকারি তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় একটু দেরি ক'রে হলেও বাংলাদেশে 'তথ্য অধিকার আইন' নামে একটি নতুন আইন ২০০৯ সনের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে " সরকারি গোপনীয়তা আইন"-এর আড়ালে সরকারি কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি করার দিন শেষ হয়ে গেছে। নতুন এই আইনটি প্রয়োগ করে এখন জনগণ সরকারি প্রায় সবধরনের কর্তৃপক্ষের কাছে (নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কজনিত কাজে জড়িতদের ছাড়া) তাদের কাজ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চাইতে পারে, এমন কি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও তাদের কাজের হিসাব চাইতে পারে, যারা বিদেশী বা সরকারি অনুদান পেয়ে কাজ করে। এইসব তথ্য জেনে তারা যেমন নিজেদের অনেক ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা আদায় করে নিতে পারে, তেমনি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনতে এবং দুর্নীতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যাতে দেশ ও দশের উপকার হয়।

এখানে তথ্য বলতে কী বোঝায় তার একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া দরকার। সংক্ষিপ্ত, তার কারণ এব্যাপারে রিইবেরই একটি বই আছে যার নাম "তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ"। পাঠকদের তা দেখে নিতে বলবো। আর একটি কারণ হচ্ছে এই আইনের প্রেক্ষিতে তথ্যের সংজ্ঞা খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত। সরকারি অফিসে ফাইলে রাখা বা অন্য কোনোভাবে, যেমন সিডিতে বা ফিল্মে, ধারণকৃত তথ্যই কেবল আইনের দৃষ্টিতে তথ্য। অর্থাৎ সরকারের কাছে যে তথ্য ফাইলবন্দী বা অন্য কোনোভাবে রক্ষিত আছে তাই কেবল এই আইনের আওতায় পড়ে। যা ফাইলে নেই বা সরকারের কাছে রক্ষিত নেই, বা যা সরকারকে তৈরী করে দিতে হবে, তা এই সংজ্ঞায় পড়ে না। তবে অন্য অনেক তথ্য যা সরকার জনগণকে জানাবার জন্যে সবসময়ই প্রকাশ করে থাকে, তা পেতে এই আইনের প্রয়োজন হয়না। একটা সহজ উদাহরণ দেয়া যায়। ট্রেন কখন ছাড়ে এই সংক্রান্ত সকল তথ্য সরকার নানা উপায়ে জনগণকে জানাবার চেষ্টা করে, এর জন্যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে হয়না। তবে গত এক সপ্তাহে ট্রেন কেন সময়মত ছাড়েনি সেই সংক্রান্ত সরকারি অনুসন্ধান রিপোর্ট দেখতে চাইলে তা তথ্য আবেদনের মাধ্যমে চাইতে হবে।

মনে রাখতে হবে দেশের নাগরিকরা আইনটি ব্যবহার ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য পাবার জন্য আবেদন না করলে, আইন থাকা সত্ত্বেও কোনো লাভ হবে না। তথ্য চাইতে হবে এবং কেবল সেইসব তথ্যই চাইতে হবে যা ওপরের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে, যা না চাইলে পাওয়া যায়না । আবার বলি যে, সরকার অনেক তথ্যই জনগণকে স্বেচ্ছায় জানাতে চায়, যেসব তথ্য কোন গোপন তথ্য নয়, অর্থাৎ ফাইলবন্দী নয়, যা সরকার স্বেচ্ছায় প্রকাশ করেছে। এইসব তথ্য সরকারি অফিস থেকে জোগাড় করতে হয়। তাই তা নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আবেদন না করাই ভালো। আর যেসব তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ জনগণকে জানতে দিতে চায় না, তার জন্যে আবেদন ক'রে সেই তথ্যের গোপনীয়তা উন্মোচন করতে হয়। তাই জনগণকে **তথ্য জোগাড় করা ও গোপন তথ্য উন্মোচন করার তফাৎ** বুঝতে হবে। আর একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন, জমির মালিকানা বদলানোর জন্য "নামজারি" করার নিয়মাবলী কী তা একটি উন্মুক্ত তথ্য, কষ্ট করে হলেও নির্দ্দিষ্ট অফিস থেকে জোগাড় করে নেয়া যায়। আর 'আমার' নামজারি আবেদনের বর্তমান পরিস্থিতি কী তা জানার জন্য আমি যদি ফাইল দেখতে চাই, তার জন্যে কর্তৃপক্ষকে তথ্য উন্মোচন করতে হয়, তা না চাইলে পাওয়া যায় না।

জনসাধারণের মনে কী ধরনের প্রশ্ন জাগে?

এবার দেখা যাক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরকারের কাজ সম্পর্কে সচরাচর কী ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। নীচে তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল। এগুলো গ্রামে-গঞ্জে-শহরে জনগণের সঙ্গে কথা বলে সংগ্রহ করা হয়েছে।

- আমাদের শহরের/গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত হয় না এবং হলেও ঠিক মত হয় না কেন? এর প্রতিকার আমরা কীভাবে পেতে পারি এবং কার কাছে এসব তথ্য চাইতে পারি?
- আমাদের সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রায়ই ক্লাস নেননা। এটা বন্ধ করতে আমি কি কিছু করতে পারি?
- আমাদের শহরের রাস্তাঘাট প্রায় সবসময়ই অপরিচ্ছন্ন থাকে। এ ব্যাপারে আমি কি কিছুই করতে পারিনা?
- সরকারি অনেক অফিসে উৎকোচ না দিয়ে কোন কাজ করা যায়না । কীভাবে আমি তা বন্ধ করতে পারি?
- বর্ষাকাল শুরু হলেই রাস্তাঘাট খোঁড়াখুড়ি ও মেরামতের কাজ শুরু হয়। শুকনো মৌসুমে এ কাজগুলো কেন করা হয়না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কারা নেয় তা কি আমি কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইতে পারিনা?

- আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে মানুষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তা বন্ধে আমি কি করতে পারি?
- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসুচী, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড প্রভৃতি নিয়ে যে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় তা বন্ধে আমি কি কিছু করতে পারিনা?
- ভূমিহীনদের খাস জমি বন্দোবস্ত না দিয়ে প্রভাবশালীদের বরাদ্দ দেয়া হয়। এটা বন্ধে আমি কী করতে পারি?
- নারীরা প্রায়ই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়। এটা কি আমরা বন্ধ করতে পারিনা?

কীভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়?

এইসব প্রশ্ন এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর জনগণ কীভাবে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করতে পারে তথ্য অধিকার আইনে তা বলে দেয়া হয়েছে। আইনটির প্রয়োগে সহায়তা করাই এই পুস্তিকাটির মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে জনগণের মনে আরো কত ধরনের প্রশ্ন জাগে তা-ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে চিহ্নিত ক'রে এখানে প্রশ্ন আকারে দেয়া হয়েছে। আর তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে এসব ক্ষেত্রে জনগণের কী কী করণীয়, কার কাছে তথ্য চাইতে হবে, তথ্য চাইবার প্রক্রিয়া কি তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করা হয়েছে এখানে। তবে আরো জরুরী, কীভাবে আমাদের চাহিদাগুলো আইনের ভিত্তিতে প্রশ্ন আকারে পেশ করতে হয় তার ওপর বেশী ঝোঁক দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন ঠিক না হলে তা আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর প্রশ্নগুলোকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করা হয়েছে যাতে পাঠক খাত অনুযায়ী প্রশ্নগুলো দেখে নিয়ে তথ্য আবেদনের কাজে লাগাতে পারে। আইনটি সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে জানতে রিইবের প্রকাশিত "তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ" বইটিও পাঠক দেখে নিতে পারেন।

কৃষি পরিসেবা খাতের যাবতীয় প্রশ্ন দিয়ে কাজটি শুরু করা হয়েছে। এই খাতে তথ্য আইনের ভিত্তিতে কিভাবে তথ্যের জন্যে আবেদন করতে হবে তার একটা পূর্ণাঙ্গ নমুনা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল। এই একই প্রক্রিয়া অন্যান্য পরিসেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি, পশুপালন, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১. কৃষি পরিসেবা সংক্রান্ত প্রশ্ন

কৃষি প্রধান এ দেশের প্রাণ হচ্ছে কৃষকরা। কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বেশ কিছু সেবা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে নানা ধরনের দূর্নীতি বা অনিয়মের কারণে এসব সেবা কৃষকরা ঠিকমত পায় না। তাই এ বিষয়ে তাদের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক ও কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজনের সাথে কথা বলে যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছে তার কয়েকটি নমুনা নিচে তুলে ধরা হ'ল:

- কৃষি কর্মকর্তা আদৌ চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কি না এবং করলে কখন বা কোথায় করেন?
- নিম্ন মানের বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে বিষয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সরকারি ব্যবস্থা আছে কিনা?
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে সরকারি কোন দায় দায়িত্ব আছে কিনা?
- ভেজাল মেশানো সার ও ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি?
- সরকারিভাবে কৃষকদের কি কি ট্রেনিং দেয়া হয় এবং কিভাবে এসব ট্রেনিং পাওয়া যায়?
- কৃষিকার্ড কোথায় কিভাবে পাওয়া যায়?
- দরিদ্র কৃষক হওয়া সত্ত্বেও কৃষিঋণ পাইনা কেন?
- উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কৃষকদের কি কি সেবা প্রদান করা হয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর কৃষকরা কীভাবে পেতে পারে?

ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর কৃষকরা আগে সবসময় পেত না। তবে বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এসব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব। এসব তথ্যের জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী স্থানীয় সরকারী কৃষি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। তবে ওপরের প্রশ্নগুলো তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে আবেদনের আকারে চাইতে হবে। অর্থাৎ ঠিক কী তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শুধু তথ্যই চাওয়া যাবে, কোনো ব্যাখ্যা নয়। যেমন, কেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা জানতে চাওয়া যাবে না। তবে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা জানতে চাওয়া যাবে। এসব তথ্য সাধারণতঃ লিখিত আকারে সরকারি অফিসের ফাইলে থাকে।

নিচে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে কৃষি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন কীভাবে আবেদন আকারে পেশ করা যায় তার নমুনা দেওয়া হলো:

১. আমাদের ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সপ্তাহে কোন কোন বারে এবং কখন চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেই সময়সূচী জানতে চাই।

২. নিম্নমানের বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে? বাজার থেকে কেনা বিভিন্ন দেশী/বিদেশী কোম্পানীর নিম্নমানের বীজের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণে সরকারের কী দায়দায়িত্ব তা জানতে চাই।

৩. বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে (বন্যা, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, খরা বা পোকা-মাকড় ও রোগের মহামারী ধরনের আক্রমণ) ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারি নীতিমালা আছে কি না? থাকলে তার ফটোকপি পেতে চাই। না থাকলে সরকার এব্যাপারে কিছু করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তার তথ্য পেতে চাই।

৪. আমাদের উপজেলায় ২০১১ সনে মোট কতজন ভেজাল মেশানো সার ও কীটনাশক বিক্রেতাকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তার তথ্য পেতে চাই।

৫. সরকারি বিভিন্ন ট্রেনিং এর জন্য কীভাবে চাষী নির্বাচন করা হয় এবং কারা তা নির্বাচন করেন এ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই।

৬. গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আমাদের জেলায়/উপজেলায় কৃষকদের কী কী বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, তা কোথায় দেয়া হয়েছে এবং তাতে কতজন অংশগ্রহণ করেছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

৭. ২০১১-১২ অর্থ বছরে আমাদের উপজেলায় চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণে প্রতি চাষীর জন্য সরকারি বরাদ্দ কতো ছিল? চাষীদের জন্য মাথাপিছু কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত টাকা চাষীদের নগদ প্রদান করা হয়েছে সেসব তথ্য জানতে চাই।

৮. কৃষিকার্ড প্রদানে কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তা জানতে চাই। গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কৃষিকার্ড প্রাপ্তদের ওয়ার্ড-ভিত্তিক নামের তালিকার কপি পেতে চাই।

৯. কৃষিঋণ বিতরণে সরকারী নীতিমালার কপি পেতে চাই। গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কৃষিঋণ প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য পেতে চাই।

১০. গত বছর আমাদের অঞ্চলে কৃষকদের যে বীজ দেয়া হয়েছে তা সরকারি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট পেতে চাই।

১১. উপজেলা কৃষি অফিস থেকে গত এক বছরে কৃষকদের যে সব সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

এগুলো ছাড়াও আরো নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যেতে পারে। কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে (নাম ও ঠিকানাসহ) জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে তবে নিম্নলিখিত উপায়ে জেনে আবেদন জমা দেয়া যায় :

ক. উক্ত অফিসের অফিস প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা যে, কার কাছে তথ্যের জন্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। না পেলে:

খ. তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (http:// infocom.gov.bd) এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টালে খোঁজ করা । সেখানেও না পেলে;

গ. তথ্য কমিশনের কাছে ফোনে জেনে নেওয়া । তাতেও কাজ না হলে;

ঘ. তথ্য কমিশনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা জানার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করা।

মনে রাখতে হবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য জানার জন্য অবশ্যই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির **আবেদন** করতে হবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন তথ্য প্রাপ্তির **আবেদন পত্র** হাতে হাতে জমা দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে আনাই ভাল। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক রশিদটি সংরক্ষণ করতে হবে। আপীলের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এখানে রেজিষ্টার্ড ডাকের রশিদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তথ্য কমিশনে **অভিযোগ** করার সময় আবেদনপত্র ও আপীল আবেদনের ফটোকপির সঙ্গে ডাক রশিদের ফটোকপিও সংযুক্ত করে দেবার নিয়ম আছে।

প্রার্থিত তথ্য ২০ কিংবা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে না পাওয়া গেলে একই অফিসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারের নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে **আপীল** করতে হবে। সেখান থেকেও ১৫ দিনের মধ্যে কোনো উত্তর না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে নির্ধারিত ফরমে অভিযোগ করতে হবে।

(আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)

কোরবান একজন কৃষক। দীর্ঘদিন ধরে পদ্মার চরে চাষাবাদ করেন। অভাবের কারণে বীজ, চারা, কীটনাশক ইত্যাদি যোগাড় করতে তাকে হিমসিম খেতে হয়। আর কোনোমতে যদি এসবের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর এক বিপদ এসে দেখা দেয় যার নাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রায় প্রতি বছরই ফসল উৎপাদনে এমন সমস্যায় পড়তে হয়। এর প্রতিকারের আশায় মেম্বার চেয়ারম্যানবৃক সুপারভাইজারদের কাছে গেলে তারা আশ্বাস দেয় যে বরাদ্দ আসলে তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা প্রতিবার ঐ নাম ঠিকানা নেওয়ার পরে আর কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। হতাশ হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আর কখনো নাম তালিকাভুক্ত করবেন না। ২০১০ সালে তিনি একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের জন্য সরকারী কৃষিকার্ড এর কথা জানতে পারেন। এলাকার অনেকে এখানে নাম তালিকাভুক্ত করতে পারলেও কোন কারণে তার নাম বাদ পড়ে। পরবর্তীতে একদিন তিনি তথ্য অধিকার আইনের অধীনে বরাদ্দপ্রাপ্তদের নামের তালিকা ও নিয়মাবলীর কপি চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এরপরে সেখান থেকে তাকে ডেকে কিভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তার নিয়মাবলী শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর কিছদিন পরে কোরবান খোঁজ নিয়ে দেখেন যে তার নামে ৮০০ টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সাথে সাথেই তাকে সেই টাকা প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

২. পশুপালন পরিসেবা সংক্রান্ত প্রশ্ন

গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতি ঘরেই বিভিন্ন ধরনের গবাদিপশু পালন করা হয়। এসব গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সেবা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকার রোগে অনেক গবাদি পশু মারা যায়। আমাদের দেশের কৃষকদের অনেকেই গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে খুব বেশী সচেতন না। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের হাত থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করতে হ'লে সময় মত ওষুধ ও টিকা দেয়ারও প্রয়োজন হয়। কৃষকদের গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি বছর বিভিন্ন রোগে অনেক গবাদি পশু মারা যায়, যার প্রধান কারণ হচ্ছে সরকারী সেবা ঠিক মত না পাওয়া। এসব নানা কারণে কৃষকদের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- পশুপালনে সরকারি সাহায্যের কী কী ব্যবস্থা আছে ?
- গরু-ছাগলের চিকিৎসার জন্য কি কোন প্রকার ফি এবং ঔষুধের দাম দিতে হয়?
- সরকারী কোন কর্মকর্তা কি গ্রামে পশু চিকিৎসা সেবা দিতে আসেন?
- গরু-ছাগলের টিকা কোথায় পাব?
- গবাদিপশুর ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায় কি?

পশুপালন প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য সরকারি ভেটেরনারী সার্জনের কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। নিচে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে পশুপালন খাতের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আবেদন আকারে করা হয়েছে:

১. পশু চিকিৎসার জন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা আছে? আমাদের এলাকার চাষীদের গরু-ছাগলের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী পশুপালন কর্মকর্তার দায়িত্ব কী তা জানতে চাই।

২. সরকারের নিযুক্ত পশুপালন সহকারী আমাদের উপজেলার কোন্ গ্রামে সপ্তাহে কয়দিন যান তার সময়সূচী জানতে চাই। এ সময়সূচীর তথ্য চাষীদের কিভাবে জানানো হয় তা জানতে চাই?

৩. গরু-ছাগলের চিকিৎসার জন্য সরকারি পশুপালন কর্মকর্তারা কোন প্রকার ফি এবং ঔষুধের দাম নিতে পারেন কিনা তা লিখিতভাবে জানতে চাই। গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে আমাদের উপজেলায় মোট কতটি গরু-ছাগলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এতে সরকারিভাবে কত টাকা আয় বা ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য পেতে চাই।

৪. গত ২১১০-২০১২ অর্থবছরে আমাদের উপজেলায় পশু চিকিৎসা বাবদ বিনামুল্যে বিতরণের জন্য কি কি ঔষধ এসেছে তার তালিকা দেখতে চাই।

৫. অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা রোগের জন্য বরাদ্দকৃত টিকা কোন নীতিমালার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছে জানতে চাই। আমাদের ইউনিয়নে কারা কারা এই টিকা পেয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

৬. গত অর্থ বছরে অর্থাৎ জুলাই ২০১১-জুন ২০১২ সময়সীমায় সরকারিভাবে বেসরকারি পোলট্রি ফার্ম-এর জন্য কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে? কতটি পোলট্রি ফার্ম কী পরিমাণ সরকারি সহযোগিতা পেয়েছে ?

পশুপালন বিষয়ক এসব তথ্য জানার জন্য উপজেলা ভেটেরনারী সার্জনের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পালন করার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

৩. স্বাস্থ্য পরিসেবা সংক্রান্ত প্রশ্ন

স্বাস্থ্যসেবা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দেশের জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য উপজেলা স্তর পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। তা সত্ত্বেও দেখা যায় দেশের জনগণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত থাকছে। এর একটি কারণ, এ

খাতের সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম। সরকারি হাসপাতাল থেকে জনগণ বিনামূল্যে ওষুধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মত অনেক সেবাই ঠিকমত পায় না। এ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামী দামী যন্ত্রপাতি হাসপাতালে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। এসব অনিয়ম দেখে জনগণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মী আমাদের গ্রামে কখন আসে?
- সরকারি হাসপাতালে এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে কয়দিন কয়ঘন্টার জন্য বসার কথা?
- ডাক্তারদের কি বেসরকারী ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে রোগীদের দেয়া পরীক্ষার ফি'র উপর কমিশন নেয়ার নিয়ম আছে?
- সরকারি হাসপাতালে/ক্লিনিকে কোন্ কোন্ ঔষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যায়?
- সরকারি হাসপাতালের সকল এ্যাম্বুলেন্স গত এক মাসে কোথায়, কীভাবে, কত ঘন্টা এবং কত টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করা হয়েছে তার ফাইল দেখতে চাই।
- সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের কতক্ষণ কাজ করার নিয়ম?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী সরকারি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা খাতের বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্নের নমুনা আবেদনপত্রের উপযোগী ক'রে নীচে দেওয়া হলো:

১. সরকার-নিযুক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মী মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের কোন্ গ্রামে সপ্তাহে কয়দিন কোন্ সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কী কী সেবা প্রদান করেন, এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীর জমা দেয়া মাসিক লিখিত রিপোর্ট দেখতে চাই।

২. মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে বিতরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে কি কি ঔষধ বিনামূল্যে ও কি কি ঔষধ মূল্যের বিনিময়ে বিতরণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

৩. মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে গত এক বছরে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ঔষধ বরাদ্দ ও বিতরণের তালিকা জানতে চাই ।

৪. মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে/ ক্লিনিকে এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে কয়দিন কয়ঘন্টার জন্য আসার কথা জানতে চাই। গত জুলাই ২০১২ মাসে উক্ত ডাক্তারের উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য পেতে চাই। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত এক বছরে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কি কি ঔষধ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং কি কি ঔষুধ বিতরণ করা হয়েছে তার তালিকা দেখতে চাই ।

৫. সরকারি ডাক্তারদের কি বেসরকারি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে রোগীদের দেয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফি'র উপর কমিশন নেবার নিয়ম আছে? যদি না থাকে তাহলে সরকার এ ধরনের কমিশন-নেয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে গত ছয়মাসে কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চাই।

৬. ১ জানুয়ারী ২০১২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্যানিটারী ইন্সপেক্টররা মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলায় কতজন ভেজাল খাদ্য সামগ্রী বিক্রেতাকে সনাক্ত করেছেন তাদের নামের তালিকা পেতে চাই এবং কতজনের কাছ থেকে কি পরিমাণ জরিমানা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়েছেন তা জানতে চাই?

৭. মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলার সরকারী হাসপাতালে কোন্ কোন্ ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়া যায় তার তালিকা পেতে চাই।

৮. মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ জুন/২০১২ মাসে রোগীদের দেয়ার জন্য কোন্ কোন্ ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে তার রোগী ভিত্তিক তালিকা চাই।

৯. সরকারি হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করার নিয়মাবলীর কপি পেতে চাই। এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করার জন্য তেল খরচ রোগীদের নিকট থেকে নেয়ার কোন নিয়ম আছে কি না?

১০. গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মুন্সিগঞ্জ জেলার, লৌহজং উপজেলায় এ্যাম্বুলেন্স খরচ বাবদ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তা জানতে চাই।

১১. এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের জন্যে রোগীদের তেল খরচ দিতে বাধ্য করার পরও প্রাপ্তিস্বীকার পত্র (money receipt) দেয়া হয় না কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, সেই সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

১২. বাজারে নিম্ন মানের/ভেজাল ঔষধ বিক্রির অপরাধে কাদের কী ধরনের শাস্তি হয়ে থাকে? এই অপরাধে বর্তমান সরকারের আমলে কতজনকে জেল/জরিমানা করা হয়েছে?

১৩. মিথ্যা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট প্রদানের জন্য এই পর্যন্ত কতজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে? তারমধ্যে কাদেরকে কী ধরনের শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে? যাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা চাই।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়মের কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। মিলন চাকমা গত ২৭ জুন ২০১১ তারিখে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আরএমও'র কাছে তথ্য আবেদন করেন। এর পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যে আরএমও মিলন চাকমা'কে সব তথ্য প্রদান করেন।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে মিলন চাকমা'রা অনেকটা হতবাক হয়ে যান, যখন দেখতে পান যে, সরকারীভাবে বর্তমানে হাসপাতালে ৭৭ ধরণের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। যদিও হাসপাতালে আসা রোগীদের এসকল ঔষধ সাধারণত দেয়া হয় না। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের প্রায় সময়েই বাইরের ফার্মেসী থেকে এ সকল ঔষধ কিনতে হতো বলে অভিযোগ শোনা যায়। অন্যদিকে হাসপাতালে বিনামূল্যে এম.আর এবং ডেলিভারি সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও মিলন চাকমা'রা জানতে পারেন।

তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এখন হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। আর ডেলিভারীর জন্য কোন টাকা নেওয়া হচ্ছে না।

৪. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন

স্থানীয় সরকার আমাদের দেশের সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়ন কাজ এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই হবার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার ঠিকমত কাজ করে না, এই অভিযোগ অনেকের। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নানা অনিয়মের কারণে উন্নয়ন কাজও ব্যহত হয়। এসব অনিয়ম দেখে জনগণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- আমাদের উপজেলায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার খাতে মোট কত টাকা এসেছে?
- রাস্তা পাকা করার জন্য কার কাছে আবেদন করতে হয়?
- আমাদের জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি কেন?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। নিচে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্থানীয় সরকার খাতের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হলো:

১. গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে লৌহজং উপজেলায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার খাতে মোট কত টাকা এসেছে এবং কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার আর্থিক বিবরণী পেতে চাই।

২. লৌহজং উপজেলার মালির অংক বাজার থেকে হলদিয়া পর্যন্ত রাস্তাটি পুনরায় মেরামতের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা জানতে চাই। উক্ত কাজের জন্য কাকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত

নিয়োগ যে নীতিমালার ভিত্তিতে করা হয়েছে তার কপি পেতে চাই। ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিপত্রের কপি দেখতে চাই।

৩. হলদিয়া ইউনিয়নে ---------- থেকে ---------- পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার জন্য কার কাছে আবেদন করতে হবে জানতে চাই। কোন্ রাস্তা কাঁচা থেকে পাকা হবে এ সিদ্ধান্ত কোন নীতিমালার ভিত্তিতে হয় তা জানতে চাই। এই বিষয়ে সর্বশেষ মিটিং-এর সিদ্ধান্তের ফাইল দেখতে চাই।

৪. মুন্সিগঞ্জ জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জানতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা পরিষদে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

৫. সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন

দারিদ্রপীড়িত এ দেশে অনেক মানুষই দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মানুষেরই এই অবস্থা। এর থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় যে, যাদের জন্য এসব কর্মসূচী নেয়া হয়েছে তারা এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণতঃ প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কারণেই এ খাতে দুর্নীতি এবং অনিয়ম হয়ে থাকে। এর ফলে সরকার কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় সেবামূলক কর্মসূচীর সুবিধা থেকে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হয়। এসব অনিয়ম দেখে জনগণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- সরকারের সামাজিক সুরক্ষা (সেফটিনেট) কর্মসূচীতে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত?
- ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কভাতা ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত কার্ড কিভাবে বিতরণ করা হয়?
- মাতৃত্বকালীন ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা কি?
- সরকারের ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ম কি?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। নিচে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সামাজিক সুরক্ষা খাতের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্নের নমুনা

আবেদনপত্রে ব্যবহারযোগ্য করে দেবার চেষ্টা করা হলো। প্রশ্নগুলো বিভিন্ন এলাকার জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. উপজেলা পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য সরকারের কি কি সেফটিনেট কর্মসূচী আছে তার তালিকা পেতে চাই? কারা এ ধরনের সেফটিনেট কর্মসূচী থেকে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং তা পাবার জন্য কোন কোন কর্মসূচীতে কি কি কাগজপত্র বা প্রমাণপত্র জমা দিতে হয় তা জানতে চাই ।

২. ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কভাতা ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত কার্ড বিতরণের নীতিমালা পেতে চাই। গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে আমাদের উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কয়টি ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, যাদের ভিজিএফ কার্ড দেয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকাসহ এ বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহের কপি পেতে চাই।

৩. ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কভাতা ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত কার্ডের লিস্ট তৈরী ও বিতরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা জানতে চাই।

৪. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর কার্ড বছরের কোন সময় সরকারী দপ্তর থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আসে তা এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কোন কোন খাতে কতটি কার্ড বরাদ্দ করা হয়েছে তা জানতে চাই।

৫. বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা পাওয়ার জন্য কোথায় কিভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তা জানতে চাই। নাম অন্তর্ভুক্ত করার পর ভাতা পাব কিনা তা কত দিন পর কিভাবে জানতে পারব।

৬. সরকারের ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত এবং নীতিমালা হয়েছে তার কপি পেতে চাই। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ম কি? 'ক' এলাকায় ২০১১-২০১২ সালের ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচীতে যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের তালিকা দেখতে চাই।

৭. গ্রামের মানুষদের জন্য ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচীর বাইরে পরিকল্পিত উপায়ে শ্রমঘণ কোন ভাল প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সরকারের নথিভুক্ত আছে কি না তা জানতে চাই।

৮. ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের জন্য ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচীতে কোন প্রকার অগ্রাধিকার সুবিধা বা কোটা আছে কিনা জানতে চাই ।

৯. মাতৃত্বকালীন ভাতা পাওয়ার যোগ্যতাসমূহ জানতে চাই। যে নীতিমালার ভিত্তিতে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয় তার কপি পেতে চাই।

১০. গত অর্থ বছরে আমাদের ইউনিয়নে/উপজেলায় কারা মাতৃত্বকালীন ভাতা পেয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

১১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে নতুন কম্পিউটারাইজড ব্রেইল পদ্ধতির সুযোগ কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে তার তালিকা চাই এবং এ সুযোগের অন্তর্ভূক্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা চাই।

১২. সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্যে সরকারি ও বেসরকারি কতটি হোম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং কোথায় আছে তার তালিকা জানতে চাই। এসব প্রতিষ্ঠানে কোন কোন বিদেশী সংস্থা অর্থায়ন করে তাদের দেশভিত্তিক তালিকা চাই।

১৩. আমাদের ইউনিয়নে (ইউনিয়নের নাম) সরকারের "একটি বাড়ি - একটি খামার" প্রকল্পে গত অর্থ বছরে সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা পেতে চাই।

এসব প্রশ্ন ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন পত্র সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০১০ সালে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প গ্রহণ করে। সেই সুবিধা লাভের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লৌহজং উপজেলার খড়িয়া গ্রামের বেদে সম্প্রদায় এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিজেদের নামের তালিকা জমা দেন। এর কিছুদিন পর তারা জানতে পারেন যে সেই তালিকায় তাদের কারোরই নাম স্থান পায়নি। এই বিষয়টি নিয়ে তখন বেদে সর্দার ও তথ্য অধিকার কর্মী মো: সউদ খান সহ অনেকে মিলে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে কিছু তথ্যের জন্যে আবেদন করেন। আবেদনে সরকারী পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যের যাবতীয় কাগজপত্রের কপি পেতে চান এবং এই প্রকল্পের আওতায় কুমারভোগ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে কতজনকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তাদের নামের তালিকার কপি পেতে চান। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সেখানে সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেদেদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সেমিনার করতে গেলে উক্ত সেমিনারে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বেদে সম্প্রদায়ের ১৯ টি পরিবারকে ঐ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন বলে জানান। সেই সাথে আবেদনের তথ্যও প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে উপস্থিত সকলের সামনে মো: সউদ খানকে অবগত করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করার ফলে পরবর্তীতে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত পরিবারগুলো হতে ২ টি পরিবার প্রকল্প সুবিধা লাভ করে। খড়িয়া গ্রামের দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী রোকেয়া বেগম (স্বামী- আলীম উদ্দিন) এই প্রকল্পের আওতায় একটি গরু লাভ করেছেন এবং মো: মহসিন (পিতা- মো: আলী) ২ বান টিন লাভ করেছেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে অন্যদেরও এই সুবিধা প্রদান করা হবে।

৬. শহর ও নগর সংক্রান্ত প্রশ্ন

শহর ও নগরের অধিবাসীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। নাগরিক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হচ্ছে নগরবাসী। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যেন কোন উপায় নেই। তাই নানা ধরনের সমস্যাকে সঙ্গী করেই চলছে আমাদের নাগরিক জীবন। এসব সমস্যা দেখে নগরবাসীর মনে সবসময়ই নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকি দেয়। যেমন:

- বর্ষাকালে শহরের রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি হয় কেন?
- শহরে প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
- রাস্তার পাশের ড্রেন ভরাট হয়ে সারা বছর পানি জমা হয়ে থাকে কেন?
- কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত লোডশেডিং হবে সে বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেয়?
- রাস্তার বাতি জ্বলছেনা কেন?
- আমাদের এলাকার রাস্তাটি কখন সংস্কার করা হবে?

এ ধরনের প্রশ্ন কিভাবে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন আকারে তৈরী করা যায় তার কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হলো:

১. বর্ষাকালে শহরের রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে যে জন দুর্ভোগ হয় তার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কোনো সরকারী বিধি আছে কিনা এবং থাকলে গত এক বছরে এ ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার রিপোর্ট দেখতে চাই।

২. ঢাকা শহরে প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার? শহরে রাস্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কত গাড়ির নিবন্ধন দেয়া হবে এ ধরনের সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই। এব্যাপারে সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক গৃহিত সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

৩. যেসব পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের এক বা একাধিক গাড়ি আছে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে কি না জানতে চাই। একটি পরিবারে ব্যবহার করার জন্য কতটি গাড়ী থাকতে পারবে সে বিষয়ক বিধিমালা জানতে চাই।

৪. ঢাকা শহরের বনানী এলাকার ২৫নং রোড সংলগ্ন রাস্তার পাশের ড্রেন ভরাট হয়ে সারা বছর পানি জমা হয়ে থাকে। এই ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার? কর্তৃপক্ষের এই কাজ করার জন্য এই এলাকায় কতজন কর্মী নিয়োজিত আছে? এদের তত্ত্বাবধানকারীর নাম কি? তত্ত্বাবধানকারীর কাজের রেজিস্টার খাতা দেখতে চাই।

৫. ঢাকা শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাভিত্তিক বাজেট কত তা জানতে চাই? কিভাবে এ কাজ পরিচালনা করা হবে তার নির্দেশ এবং বাস্তবায়নের নিয়মাবলী সংক্রান্ত নীতিমালার কপি পেতে চাই।

৬. আমাদের শহরের (নাম) রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তাগুলো বিগত ১০ বছর ধরে কার্পেটিং করা হয় না যার ফলে তা চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। পৌরসভা এলাকায় কোন রাস্তা কখন সংস্কার করা হবে এ বিষয়ে গত এক বছরে যে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেই সংক্রান্ত ফাইল সমূহ দেখতে চাই।

৭. সাতক্ষীরা জেলার চুকনগর থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা গত ৫ বছর ধরে জলাবদ্ধতায় নষ্ট হয়ে আছে। ২০০৯ সালে কিছুদিন মেরামতের কাজ হলেও এক পর্যায়ে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই রাস্তার ব্যাপারে সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত কি, কারা মেরামতের কাজ পেয়েছিল, কিভাবে কাজ পেয়েছিল, কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল এবং কত দিনের মধ্যে কাজটি শেষ করার কথা ছিল তার চুক্তিপত্রের কপি পেতে চাই।

৮. ঢাকা শহরের কোন এলাকায় প্রতিদিন বা কি কি বারে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত লোডশেডিং হবে সে বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেয়? কর্তৃপক্ষ লোডশেডিং-এর ব্যাপারে যে নীতিমালা বর্তমানে অনুসরণ করছে তার কপি পেতে চাই ও 'ক' এলাকায় আগামী ৩০ দিনের জন্যে লোডশিডিং-এর যে ব্যবস্থা হয়েছে তার কপি পেতে চাই।

৯. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে স্থাপিত ট্রাফিক সিগনালের বাতির ব্যবহার কোন কোন জায়গায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় আবার কোথাও হয় না। কোন্ কোন্ ট্রাফিক পয়েন্টের বাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলবে এবং কোন কোন পয়েন্টে পুলিশ হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবে সে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয় তা জানতে চাই এবং এ ব্যাপারে সর্বশেষ বৈঠকের কার্যবিবরণীর কপি পেতে চাই।

১০. রাতে কুষ্টিয়া পৌরসভার অনেক এলাকার রাস্তার বাতি জ্বলে না। কোন্ কোন্ রাস্তার বাতি জ্বলছেনা এগুলো দেখার দায়িত্ব কার? রাস্তার বাতি ফিউজ হলে কতদিনের মধ্যে তা মেরামত করার নিয়ম, সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে চাই।

১১. গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কুষ্টিয়া পৌরসভায় রাস্তার লাইটপোস্টে ব্যবহারের জন্য কতো বাল্ব কেনা হয়েছে এবং কতো বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

১২. রেষ্টুরেন্টে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাসি খাবার পরিবেশন বন্ধ করতে সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জানতে চাই। এ ধরনের কতজন রেষ্টুরেন্ট মালিকদের

বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ জানুয়ারি ২০১১ - জুন ২০১২ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চাই ও সেই সংক্রান্ত ফাইলপত্র দেখতে চাই।

১৩. পৌরসভা এলাকায় রাস্তার পাশের আবর্জনার ডাস্টবিন পরিস্কার করার নিয়ম কি? কার দায়িত্বে কি প্রক্রিয়ায় এসব কাজ করা হয়, কয়দিন পর পর ডাস্টবিনগুলো পরিস্কার করার নিয়ম তা জানতে চাই ও সেই সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর কপি পেতে চাই।

১৪. বাংলাদেশে রাস্তা মেরামত বা সংস্কারের সরকারি নীতিমালার কপি পেতে চাই। বর্ষাকালে রাস্তা মেরামত ক'রে জনদুর্ভোগ যাতে না বাড়ানো হয় সে ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনার কপি পেতে চাই।

১৫. বাড়ি নির্মাণ কাজের জন্য নির্মাণসামগ্রী রাস্তার পাশে যত্রতত্র ফেলে রেখে জন-দুর্ভোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কোন্ কর্তৃপক্ষের তা জানতে চাই এবং গত একবছরে এব্যাপারে ঢাকার গুলশান, বনানী অঞ্চলে কোন কোন বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জানতে চাই।

১৬. ঢাকা শহরের নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনাগুলোর তালিকা এবং এগুলো উচ্ছেদের জন্য বিগত পাঁচ বছরে পরিচালিত অভিযান সমূহের বছর ওয়ারী বিস্তারিত রিপোর্টের ফটোকপি পেতে চাই।

১৭. ২০১১ সালে কতজনকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই এবং লাইসেন্স বিহীন গাড়ী চালানোর জন্য কতজনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

১৮. বর্তমান অর্থ বছরে ঢাকা শহরে মশা নিবারণের জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার সিদ্ধান্তসমূহের ফাইল দেখতে চাই। এর জন্য কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার সিদ্ধান্ত জানতে চাই। বাস্তবায়নে কারা দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের নামের তালিকা পেতে চাই। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মাসিক ফিল্ড মনিটরিং রিপোর্টের কপি পেতে চাই।

১৯. ট্রাফিক পুলিশ কোন কোন গাড়ীকে (বিশেষ করে সরকারি অফিসের গাড়ীগুলোকে) নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাস্তায় মোড় নিয়ে যেতে দেয় কিন্তু অন্যান্য গাড়ীকে বাধা দেয় - এটি কোন নিয়মের ভিত্তিতে দেয় এবং ট্রাফিক পুলিশ এরকমভাবে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করতে পারে কি না, তার লিখিত নির্দেশনার কপি পেতে চাই।

২০. বাড়ী নির্মাণের জন্যে বিভিন্ন সময় বাড়ির মালিক দ্বারা রাস্তা ভেঙ্গে ফেলা হয় কিন্তু পরবর্তীতে তা আর মেরামত করে দেয়া হয় না। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কি তা জানতে চাই। গত এক বছরে ঢাকা শহরে এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার লিখিত কপি পেতে চাই।

২১. নদ-নদী ও খাল বিলে বিভিন্ন বর্জ্য ফেলে নদীর পানি দূষিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং গত তিন বছরে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। শহর ও নগর বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যে সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয়ে (যেমন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, রাজউক, পুলিশ অফিস ইত্যাদি) গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

৭. শিক্ষা খাত সংক্রান্ত প্রশ্ন

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে সরকার এ খাতে বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিনামূল্যে বই বিতরণ, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্রীদের জন্য আলাদা উপবৃত্তি ইত্যাদি। কিন্তু সরকারের এইসব প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এ ক্ষেত্রে আশানুরুপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা খাতের বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি বা অনিয়ম দেখে আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না কেন?
- আমার মেয়ে উপবৃত্তি পায় না কেন?
- ছাত্র-ছাত্রীদের বই পেতে বিলম্ব হয় কেন?
- স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর উন্নয়ন খাতের নামে মোটা অংকের অর্থ দাবী করে কেন?

এ ধরনের প্রশ্ন কীভাবে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে আবেদন আকারে লিখতে হয় নীচে তার নমুনা দেওয়া হলো :

১. স্কুল (স্কুলের নাম) কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর উন্নয়নে নামে অভিভাবকদের কাছে যে অর্থ দাবী করে সে ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত কি তা জানতে চাই। সরকার স্কুল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কি নির্দেশনা দিয়েছে তার কপি পেতে চাই।

২. স্কুলের উন্নয়নের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ফি নেবার ব্যবস্থা আছে কি না এবং এই ধরনের অর্থ দেওয়া বাধ্যতামূলক কি না জানতে চাই।

৩. ঢাকা শহরের নাম করা বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে টিউশন ফি নেওয়া ছাড়াও অন্যান্য ফি-এর নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করে থাকে। এ ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা কি ? গত ২০১১-২০১২ শিক্ষা বছরে সরকার সরকারি নীতিমালা বহির্ভূত ফি নেওয়ার কারণে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাই।

৪. যশোর জেলা স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। বিগত তিন মাসে কত জন শিক্ষক কর্মস্থলে বে-আইনীভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত হাজিরা খাতা ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখতে চাই।

৫. নারীদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের (ঋষি সম্প্রদায়) তা না পাবার কোন বিধান আছে কিনা জানতে চাই। সাতক্ষীরা জেলার তালা বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গত শিক্ষা বছরে উপবৃত্তির জন্য কতো টাকা এবং কত জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

৬. দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই পাওয়ার কথা কিন্তু সব বই পেতে ৫-৬ মাস পার হয়ে যায়। গত শিক্ষা বছরে কাদের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের বই পেতে বিলম্ব হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা জানতে চাই। বই বিতরণের নীতিমালা পেতে চাই।

৭. স্কুলে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে চাঁদা আদায় করে থাকে। এ ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা কি?

৮. আমাদের স্কুলের (নাম) ইংরেজী শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে যে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার ফলাফল এবং পরীক্ষকদের মতামত সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইল ও কাগজপত্র দেখতে চাই। কবে, কোথায় তা দেখতে পারবো জানতে চাই।

শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

৮. ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন

জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় সব সময়ই একটু ঝামেলাপূর্ণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে সরকারি খাস জমি লিজ নেয়া এবং সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ সবসময়ই নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। এসব ক্ষেত্রে সমাজের প্রভাবশালীরাই বেশী সুবিধা পেয়ে থাকে। ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি বা অনিয়ম দেখে জনগণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগে। এর মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে:

- আমাদের ইউনিয়নে কোন মৌজায় কি পরিমাণ খাস জমি আছে?
- কিভাবে খাস জমি বরাদ্দ পাব?
- জমি রেজিস্ট্রেশন ফি কত?
- আমাদের নদীতে জেগে ওঠা চরের প্রকৃত মালিক কে ?

এ ধরনের প্রশ্ন কীভাবে আবেদন আকারে লিখতে হয় তার নমুনা নীচে দেওয়া হলো:

১. মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে কোন মৌজায় কি পরিমাণ খাস জমি আছে তা জানতে চাই? গত এক বছরে কি পরিমাণ খাস জমি কার কার নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাদের নামসহ তালিকা চাই।

২. ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বরাদ্দের নীতিমালা কি ? গত অর্থ বছরে মুন্সিগঞ্জ জেলার 'ক' উপজেলায় প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে কি পরিমাণ খাস জমি বরাদ্দ হয়েছে তা জানতে চাই ।

৩. জলাভূমি লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আইন বা বিধি অনুযায়ী কারা অগ্রাধিকার পায়? জলাভূমি লিজ নেওয়া সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালার কপি পেতে চাই।

৪. জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ দলিল লেখকরা মোটা অংকের টাকা দাবী করেন। মুন্সিগঞ্জ জেলার 'ক' উপজেলার আওতাধীন ধানী ও ভিটা জমির সরকারীভাবে ধার্যকৃত নিম্নতম ক্রয়মূল্য এবং খাতওয়ারী রেজিস্ট্রেশন ফি কত তা জানতে চাই।

৫. পাহাড়ী এলাকায় আদিবাসীদের জন্য ভূমি সংক্রান্ত যে নীতিমালা রয়েছে তার কপি পেতে চাই।

৬. বরেন্দ্র এলাকায় সরকারি খাস পুকুর -এর পানির ব্যবহারে অনিয়ম পরিদর্শনের জন্যে যেসকল পরিদর্শনকারী আছে, গত বছরে তাদের পরিদর্শন মন্তব্য দেখতে চাই।

ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

৯. মানবাধিকার বিষয়ক প্রশ্ন

নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যায় যে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। বিভিন্নভাবে নাগরিকদের মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। এসব দেখে আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আমাদের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের কি কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই। প্রশ্নগুলো এই ধরনের:

- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতারের পর আসামীকে অজ্ঞাত স্থানে নেয় কেন?
- আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও এর বাস্তবায়ন নেই কেন?
- শ্রমিক হিসেবে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি পায় কেন?
- বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড হয় কেন?
- প্রান্তিক জনগণ বলে থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে করতে পারি না কেন?

এ ধরনের প্রশ্ন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কীভাবে আবেদন আকারে লিখতে হয় নীচে তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো:

১. আমরা কুষ্টিয়ার হরিজন জনগোষ্ঠীর সদস্যরা নির্যাতনের শিকার হয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে করতে পারি না। সাধারণ ডায়েরী করার নিয়মাবলীর কপি পেতে চাই।

২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর ধর্ষণকারী ধরা পড়লে স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করতে বাধ্য করা হয়। এ সমস্যার প্রতিকারে কর্তৃপক্ষের কোন নীতিমালা আছে কি না তা পেতে চাই।

৩. আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও বিভিন্ন স্থানে শিশু শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা যায়। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সরকার গত তিন বছরে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জানতে চাই।

৪. সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় চিংড়ী ঘের শ্রমিক হিসেবে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে কম মজুরী পায়। নারী-পুরুষ মজুরী বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী নীতিমালা/পদক্ষেপ সমূহ জানতে চাই।

৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা গ্রেফতারের পর আসামীকে অজ্ঞাত স্থানে রাখার কোন নিয়ম আছে কিনা তা জানতে চাই। থাকলে, এ সংক্রান্ত নীতিমালার কপি পেতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে তথ্য অধিকার আইনে কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদান থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এরা হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার কাজের সঙ্গে যারা

জড়িত। যেমন, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাব ইত্যাদি। তবে এদেরকেও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যে যে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে (যেমন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, পুলিশ, র‍্যাব ইত্যাদি) গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

১০. এনজিও বিষয়ক প্রশ্ন

আমাদের দেশের উন্নয়ন খাতে অনেক এনজিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে এরা নানা ধরনের উদ্যোগ ও কর্মকান্ড গ্রহণ করে থাকে। এদের বেশীরভাগই বিদেশী দাতাদের অনুদানে চলে। দাতারা যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য টাকা দিয়ে থাকে সেহেতু এসব টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে তা জনগণ জানতে চাইতেই পারে। এনজিও-দের ব্যাপারে জনগণের মনে সাধারণত যে সব প্রশ্ন জাগে তা হলঃ [**এখানে "উন্নয়ন সংস্থা" নামে একটি অজ্ঞাত নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আবেদনকারীকে অবশ্যই আসল নাম ব্যবহার করতে হবে।**]

- গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে "উন্নয়ন সংস্থা" কত টাকা বিদেশী অনুদান পেয়েছে?
- "উন্নয়ন সংস্থা"-র মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা কত?
- ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়?
- "উন্নয়ন সংস্থা" এ বছর মোট কত টাকা পেয়েছে এবং কোন খাতে কত টাকা খরচ করেছে?

এসব প্রশ্ন কীভাবে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে চাইতে হয় তার কিছু নমুনা নীচে দেয়া হ'ল। এ প্রশ্নগুলোও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকে উঠে এসেছে।

১. "উন্নয়ন সংস্থা" বাংলাদেশের একটি বড় এনজিও এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় যেসব ঋণ গ্রহণকারী পরিবার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারে নি তাদের সংখ্যা কত? যে সমস্ত ঋণ গ্রহণকারী ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারেনি সংস্থাটি তাদের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানতে চাই।

২. বর্তমানে "উন্নয়ন সংস্থা"-র জনবল কত ? গত এক বছরে কতজন নতুন নিয়োগ পেয়েছে এবং কতজন ছাঁটাই হয়েছে তা জানতে চাই। যারা চাকুরিচ্যুত

হয়েছেন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিল কিনা, তাদের বিষয়ে শুনানি হয়েছে কিনা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ফাইলে নথিভুক্ত হয়েছে কি না জানতে চাই।

৩. গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে "উন্নয়ন সংস্থা" কত টাকা বিদেশী অনুদান পেয়েছে এবং অনুদানের টাকা দিয়ে অফিস, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে কত খরচ হয়েছে তা জানতে চাই।

৪. আমি সম্প্রতি "বাংলার গৌরব" নামে একটি এনজিওর দোকান থেকে একটি নকশি কাঁথা দুই হাজার পাঁচশত টাকায় কিনেছি যার ক্রমিক নং ০০১। কাঁথাটি যে বা যারা তৈরী করে সেই শ্রমিককে সংস্থাটি থেকে কত টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হয় এবং তা কোন নীতিমালার ভিত্তিতে দেয়া হয় তা জানতে চাই।

৫. জানুয়ারি ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত বিদেশী উৎস থেকে 'ক" নামক এনজিও অনুদান হিসেবে মোট কত টাকা পেয়েছে এবং তার শতকরা কত ভাগ অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য খরচ করেছে জানতে চাই।

৬. 'ক' নামক এনজিওর স্থানীয় কর্মীরা কিস্তি তোলার সময় গ্রামের গ্রুপ সদস্যদের সাপ্তাহিক কিস্তি না পেলে তার পরিবর্তে সদস্যদের গরু, ঘরের টিন ইত্যাদি জাতীয় কোন সম্পদ নিয়ে যেতে পারেন - এ সংক্রান্ত নির্দেশনা আছে কী না জানতে চাই।

৭. গত অর্থবছরে 'ক' নামক এনজিও কত টাকা /ডলার/ইউরো দাতা সংস্থা সমূহের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে পেয়েছে এবং তার মধ্যে কত অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে তার হিসাব দেখতে চাই।

৮. ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীরা যথাসময়ে কিস্তি জমা না দিতে পারলে পরবর্তীতে কিস্তি পরিশোধে সদস্যদের জন্য কী কী সুযোগের ব্যবস্থা আছে? গত বছর কিস্তি দিতে না পারা সদস্যদের সংখ্যা কত?

৯. গত বছর যথা সময়ে কিস্তি না দিতে পারা সদস্যদের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার এলাকাভিত্তিক/ অফিসিয়াল রেকর্ড দেখতে চাই।

১০. এনজিওসমূহ যাতে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে তার জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে? নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়?

১১. দেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নের নামে অনেক ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা/এনজিও নানা কার্যক্রম পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের হয়রানি করছে - এটা তদারকি করার দায়িত্ব কার? এই ধরনের হয়রানি ও শোষণ খতিয়ে দেখা হয় কিনা? এই পর্যন্ত সরকারের কাছে কয়টি অভিযোগ জমা হয়েছে? সরকার এ ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

১২. 'ক' নামক এনজিও সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যে পরিমাণ বেতন ভাতা সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সুবিধা নিয়েছেন তার যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই।

১৩. 'ক' নামক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক যে কতবার বিদেশ সফর করেছেন তার যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। এনজিও বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যে এনজিও-তে তথ্য চাওয়া হবে সেখানে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সঠিকভাবে লেখার জন্যে **সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য**।

দয়াময় চাকমা ৮ বছর চাকুরী করার পর একটি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিধি মোতাবেক পদত্যাগ করেন ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। চাকুরীকালীণ সময়ে তার বেতন থেকে বেসিক ১০% কেটে রাখা হত। এছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি মিলে সেখান থেকে তার সর্বমোট পাওনার পরিমাণ ১,৫০,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা)। উক্ত পাওনা টাকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধ করার কথা জানানো হয়েছিল। উক্ত সময়ে দয়াময় প্রথম কিস্তি হিসেবে মাত্র ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) লাভে সমর্থ হন। পরবর্তীতে অনেক চেষ্টা করেও অবশিষ্ট টাকাগুলো আর তিনি পান নি।

৫ বছর পরে ২০১২ সালের শুরুতে দয়াময় এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন ওই একই প্রতিষ্ঠানের অপর একজন প্রাক্তন কর্মী তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) ব্যবহারের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ পাওনা লাভে সমর্থ হয়েছেন। কিছুটা আশাবাদী হয়ে একজন তথ্য অধিকার কর্মীর সহায়তায় তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমে তিনি আবেদনের চিঠি পাঠান। তাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার নীতিমালা এবং যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সাবেক কর্মী দয়াময় চাকমা'র প্রভিডেন্ট ও গ্রাচুইটি খাতে সঞ্চিত অর্থ প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে সেই সিদ্ধান্তবলী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পদবী সহ নামের তালিকার কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়।

আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় দ্বিতীয় দফায় আইন অনুযায়ী আপীল করেন দয়াময় চাকমা। আপীল পাওয়ার পর ওই প্রতিষ্ঠান তার সাথে যোগাযোগ করে এবং অবশিষ্ট পাওনা বাবদ ১,২৫,৩২৭/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত সাতাশ টাকা) টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনুরোধ করে। যে টাকা পাওয়ার আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো তা দুটি আবেদনের মাধ্যমে ফেরত পেয়ে দয়াময় অভিভূত হয়ে যান এবং স্বীকার করেন যে, তথ্য অধিকার আইনে রয়েছে প্রভূত শক্তি।

১১. সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রশ্ন

সরকারী অফিসের অনেক কাজ ও সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত তথ্য সাধারণ জনগণের অনেক সময়ই জানার ইচ্ছে বা প্রয়োজন হয়। নমুনাস্বরূপ তার কয়েকটি নীচে তুলে দেয়া হ'ল:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও-ভুক্ত হতে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয়?
- কোন কোন খাতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তা পেয়ে থাকে?
- সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন গত ৮ বছর যাবৎ হচ্ছে না কেন?
- কোন সদস্য কতদিন সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন? কতজন সংসদ সদস্য টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করেননি ও তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?
- বিচারপতিদের কি আয়কর প্রদান করতে হয় ?

এসব প্রশ্ন তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে কীভাবে করতে হয় তার কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হলো:

১. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও-ভুক্ত হতে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয়? গত ২০০৯-২০১০ শিক্ষা বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এমপিও ভুক্তির তালিকা কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের কারণ কি? মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে এমপিওভুক্তির জন্য যেসব সভা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে তার কার্যবিবরণী দেখতে চাই।

২. কোন কোন খাতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তা পেয়ে থাকে? গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোন খাতে কত টাকা বৈদেশিক অনুদান পেয়েছিল এবং কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার খাতওয়ারী হিসাব জানতে চাই।

৩. পাঁচ বছর পর পর ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন গত ৮ বছর যাবৎ হচ্ছে না। নির্বাচন না হওয়ার কারণ এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারা বিলম্ব বা অবহেলা করছে তা জানতে চাই ও কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না তা জানতে চাই।

৪. কুষ্টিয়া জেলার 'ক' উপজেলার চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং সেফটিনেট কর্মসূচী নিয়ে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কয়টি সভা করেছেন? এসব সভার স্থানীয় সংসদ সদস্য কতবার উপস্থিত ছিলেন তা এবং সভার কার্যবিবরণী জানতে চাই।

৫. বিচার-বহির্ভুত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান জানতে চাই। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যেসব সভায় বিচার-বহির্ভুত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আলোচনা হয় তার কার্যবিবরণী দেখতে চাই।

৬. জাতীয় সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনে সরকারী ও বিরোধী দলের কোন সদস্য কতদিন সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন তার লিখিত নথি দেখতে চাই।

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একটা নির্বাহী আদেশ জারি হয়েছিল যে, কোন সরকারী কর্মচারী এলপিআর-এ যাবার এক বছর আগে থেকে তার কাগজপত্র প্রসেসিং-এর কাজ শুরু হবে। আদেশটি জুন ২০১২ পর্যন্ত কতজনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তার তথ্য পেতে চাই।

৮. সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট বা নিম্ন আদালতে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী আইনজীবিদের নির্দিষ্ট হারে ভাতা/সম্মানী প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত মামলা পরিচালনার কাজে আইনজীবিদের জন্য নির্দিষ্ট হারে ফি প্রদানের কোন সরকারী বিধান আছে কি? থাকলে আইনজীবিরা এই বিধান মেনে চলছে কি না এবং তার জন্য সরকারীভাবে তদারকির জন্য কোন কর্তৃপক্ষ আছে কি না সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

৯. বিচারপতিদের কি আয়কর প্রদান করতে হয় ? না করতে হলে এ ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা জানতে চাই।

১০. সরকারিভাবে কিলোমিটার প্রতি বাসভাড়া ঠিক করে দেয়ার পরও বি আর টি সি বাসে প্রেসক্লাব থেকে বনানী এবং ফার্মগেট থেকে বনানী পর্যন্ত একই ভাড়া নেয়া হয় কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তা জানতে চাই?

১১. বর্তমানে দেশের খাদ্যগুদাম সমুহে কোথায় কি পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত আছে? ২০১১-১২ অর্থবছরে গুদামজাত অবস্থায় দেশের কোথায় কী পরিমাণে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে? উক্ত খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

১২. ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকার ২০১১- ২০১২ সালে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে? চলতি অর্থবছরে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর দায়ে যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

১৩. খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল রোধ করার দায়িত্বে বর্তমানে কারা মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত আছেন? এই সমস্যা নিরসনে সরকারের কী পরিকল্পনা আছে?

১৪. সেতু নির্মাণে যে দূর্নীতির কথা শোনা যায় সেব্যাপারে বিগত সরকারগুলো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? সেতু নির্মাণে দুর্নীতির ঘটনা অনুসন্ধানে এযাবৎ

গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোর প্রতিবেদনের কপি পেতে চাই। তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে বিগত সরকারগুলো কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

১৫. দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি দুরীকরণে বর্তমান সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে? উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে জানতে চাই?

১৬. বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের রাজস্ব আয়ের একটা বিরাট সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত হলেও বছরের পর বছর যে লোকসান দিয়ে যাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধানে এ যাবৎ কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? কারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের পিছনে কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে? এই বিষয়ে কোন মূল্যায়ন হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদনের কপি পেতে চাই।

১৭. বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আর্থিক লোকসান দুর করার লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যে সব সুপারিশ দিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

১৮. জাতীয় সংসদ সদস্যদের শীতকালীন সংসদ অধিবেশনে সাংসদদের উপস্থিতির রেজিস্টার কপি পেতে চাই।

১৯. গত অর্থ বছরে কোন কোন সংসদ সদস্য বিদেশ সফর করেছেন? বিদেশ সফরের জন্য সরকারের কোষাগার থেকে কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে?

২০. বর্তমান সংসদ সদস্যদের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয়-ব্যয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত? তার হিসাব কি সংসদ কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়? দেয়া হলে তা দেখতে চাই।

২১. বাংলাদেশে গত পাঁচ বছরে কতটি নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে? উক্ত দুর্ঘটনা সমূহে কতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে? দুর্ঘটনায় নিহতদের ক্ষতিপুরণে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

২২. বাংলাদেশে নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনায় শিকার লোকজন কী ধরনের ক্ষতিপুরণ পেতে পারে? গত দুই অর্থবছরে কতটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং কতটির তদন্ত হয়েছে? উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

২৩. গত দু'বছরে দেশের নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানতে চাই ও এ সংক্রান্ত ফাইলপত্র দেখতে চাই?

২৪. প্রধানমন্ত্রী গত তিন বছরে কতবার বিদেশ সফর করেছেন? প্রতিটি বিদেশ সফরের সময় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যারা সফর সঙ্গী ছিলেন তাদের নামের তালিকা পেতে চাই ? যে কয়জন সফরসঙ্গী ছিলেন তাদের মধ্যে কারা কী দায়িত্ব পালন

করেছেন? প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বিদেশ সফরের সময় কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে?

২৫. ঢাকা শহরে যানবাহন চালকেরা ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে পালন করছে কিনা এ বিষয়ে কারা তত্ত্বাবধান করেন? তাদের মাসিক তত্ত্বাবধান রিপোর্ট দেখতে চাই। ট্রাফিক আইন অমান্য করার জন্যে কতজনকে গত এক বছরে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য পেতে চাই।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার তাহেরা বেগম জানুয়ারী ২০১১ হইতে জুন ২০১১ পর্যন্ত কতজন নির্যাতিত নারী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল তাদের নামের তালিকার কপি চেয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আবেদন করেন।

আবেদন পত্রটি নিয়ে থানায় গেলে প্রথমে ডিউটি অফিসার আবেদনটি গ্রহণ করতে রাজি হয়না। তখন তথ্য অধিকার কর্মী কামরুন নাহার ইরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে বলেন। আইনটি সর্ম্পকে কিছুটা ধারণা লাভের পর এক পর্যায়ে তাঁরা আবেদন পত্রটি গ্রহণ করেন। আর সন্ধ্যার পর আবেদন প্রাপ্তির স্বীকারপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। সেদিন সন্ধ্যায় কামরুন নাহার ইরা আবারো থানায় গেলে আবেদনটি আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁকে জানানো হয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আবার আবেদনপত্রটি থানায় পাঠিয়ে দেন। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে একইভাবে তাহেরা বেগম রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আপীল করেন। সেখান থেকেও কোন জবাব না আসায় তিনি নিয়ম অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন।

তাহেরা বেগমে'র অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সৈয়দপুর থানার দারোগা ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জামালউদ্দিনকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। গ্রামের একজন সাধারণ নারীর জন্য এটি বিশাল অর্জন যা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

১২. সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-তে চাকুরীজিবিদের প্রশ্ন

বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওতে যারা কর্মরত আছেন তাদের চাকুরী সংক্রান্ত সম্ভাব্য কয়েকটি প্রশ্ন নীচে দেয়া হল।

১. আমি প্রকাশ চন্দ্র ধর, (চাকুরি আইডি-২৩০১১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে কর্মরত আছি। অফিসে সহকর্মীদের মধ্যে আমি সবার জ্যেষ্ঠ হওয়ার পরও গত বছর (২০১১) যখন একই পদের সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয় তখন আমাকে বাদ দিয়ে আমার কনিষ্ঠ সহকর্মীদের উপ সচিব পদে প্রমোশন দেয়া হয়। উক্ত প্রমোশন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত কমিটির

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত সহ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কপি পেতে চাই।

২. আমি মো: সাইফুল ইসলাম বিএডিসি-তে দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর এলপিআর শেষে গত ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে অবসর গ্রহণ করি। অবসর গ্রহণের পর বিধি অনুযায়ী আমি আমার পেনসন ভাতা লাভের জন্য গত ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার আবেদনের ফাইল আটকে রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন্ কর্মকর্তার কাছে কতদিন ফাইল আটকে ছিল তার রেকর্ডপত্র/রেজিষ্টার/নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই।

৩. আমি (নাম, চাকুরী আইডি) শ্যামনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত অবস্থায় গত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সালে অবসর গ্রহণ করি। আমার প্রোভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাওয়ার জন্য গত ২০ জুন ২০১০ তারিখে আবেদন জমা দেয়া হলেও ঘুষ দিতে না পারার কারণে আজ অবধি অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সহ আবেদনের ফাইলের রেকর্ডপত্রের কপি পেতে চাই।

৪. আমি (নাম, চাকুরী আইডি) ব্যাংক ঋণ নেওয়ার জন্য নিয়ম অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লি:, আওলাদ হোসেন মার্কেট শাখা, ঢাকায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে আবেদন জমা দেওয়ার পরও অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না- এই ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে পেতে চাই।

৫. আমি (নাম) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর আরবান প্রাইমারী হেলথ প্রকল্পে একজন মনিটরিং অফিসার হিসেবে গত ১ জানুয়ারী ২০০০ সালে চাকুরীতে যোগদান করি এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে আমাকে বাদ দিয়ে নতুন প্রকল্পে আরেক জনকে (নাম) কোন পরীক্ষা না নিয়ে আমার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের আদেশ ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত নথিপত্র প্রয়োজনমত দেখে তথ্যের কপি পেতে চাই।

৬. বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর সৈয়দপুর অফিসের পরিচালক (প্রশাসন) গত ২ বছর যাবত একসাথে ২ টি অফিসের গাড়ী ব্যবহার করে আসছেন। এই বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে গত ২২ জুন ২০১১ তারিখে রেজিষ্টার ডাকযোগে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার ব্যাপারে উক্ত কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত নথিপত্রের কপি পেতে চাই।

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২ (নাম) এর বিরুদ্ধে গত ১৩ জুলাই ২০১২ তারিখে ক্ষমতার অপব্যবহার ও আর্থিক অনিয়মের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ

অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত সহ যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনীয় তথ্যের কপি পেতে চাই।

৮. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সাবেক কোন্ কোন্ কর্মকর্তা এলপিআর শেষ হওয়ার পরও বাসা ছাড়ছেন না তাদের নামের তালিকা ও বাসার ঠিকানার কপি পেতে চাই। এই বিষয়ে কর্তপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত ফাইল দেখতে চাই। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে কোন্ কোন্ কর্মকর্তা বাসা বরাদ্দ লাভের জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন এবং তারমধ্যে কোন্ কোন্ কর্মকর্তা কত তারিখে কোন্ বাসা বরাদ্দ লাভ করেছেন তার অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইল পত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই।

৯. আমি (নাম, পদবী ও চাকুরির আইডি) সিলেট সমাজসেবা অধিদপ্তর এ উচ্চমান সহকারী পদে কর্মরত আছি। আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুনজরে না থাকার কারণে গত ১ বছরে আমাকে বিভিন্ন কর্মস্থলে ৬ বার বদলি করা হয়। একই অফিসে কর্মরত অন্যান্য কর্মচারীদের কাকে কত বার বদলি করা হয়েছে তার রেকর্ড দেখে ফটোকপি পেতে চাই।

১০. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে নিয়োজিত কর্মচারীদের কার কেমন পারফম্যান্স ছিল তার ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন শীট সহ পারফম্যান্স রেকর্ডের কপি পেতে চাই। উক্ত সময়ের মধ্যে কাকে কোন পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তার রেকর্ড সংক্রান্ত কপি পেতে চাই।

১১. গত ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজউকের কোন্ কোন্ কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্লট বরাদ্দ লাভ করেছেন তাদের পদবীসহ নামের তালিকা পেতে চাই। যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তার কপি পেতে চাই।

১২. আমি ফয়সাল হোসেন গত ২০১১ সালের ৬ নভেম্বর সাব-রেজিস্টার পদে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ২০ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং যথারীতি পরীক্ষার ফলাফলে ২য় স্থান অর্জন করি। কিন্তু উক্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাকে বাদ দিয়ে পরের স্থান অধিকারী ২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে মৌখিকভাবে জানানো হয় যে, উক্ত পদে চাকুরীতে যোগদানের জন্য যে চিঠি প্রেরণ করা হয় সেই অনুযায়ী চাকুরীতে যোগদান না করার কারণে পরের স্থান অধিকারী ২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, আদেশ এবং চাকুরীতে যোগদানের আদেশের/চিঠি ইস্যু রেজিষ্টার দেখে প্রয়োজনীয় তথ্যের ফটোকপি পেতে চাই।

১৩. আমি ২ বছর আগে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এ অস্থায়ী ভিত্তিতে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে যোগদান করি। নিয়োগপত্রের শর্তানুসারে ১ বছর পর আমার চাকুরী স্থায়ী করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি আমাকে চাকুরীতে স্থায়ী করা হয়নি। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

১৪. গত ৩ বছর যাবৎ আমি (নাম, পদবী ও অফিসের নাম) একাধিক পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করলেও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট থেকে বঞ্চিত আছি। উক্ত সময়ে একই অফিসে কর্মরত চাকুরীজীবিদের মধ্যে যারা ইনক্রিমেন্ট লাভ করেছেন এবং যারা বঞ্চিত রয়েছেন তাদের নামের তালিকা সহ সংশ্লিষ্ট তথ্যের কপি পেতে চাই।

১৫. আমি (নাম, চাকুরী আইডি) গত ১০ বছর যাবত বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত আছি। আমার গ্রামের বাড়ি নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায়। আমার গ্রামের বাড়িতে আমার পরিবার পরিজন সকলে বসবাস করে। গত ৬ বছর ধরে বর্তমান কর্মস্থল থেকে নীলফামারী বা আশেপাশের এলাকায় বদলি হওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করি। কিন্তু আজ অবধি তার কোন বিহীত হয়নি। এমতাবস্থায়, আমার কর্মস্থল বদলি সংক্রান্ত যে আবেদন করি সে আবেদন বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে তার রেকর্ডসহ যাবতীয় নথিপত্রের কপি পেতে চাই।

১৬. 'ক' পোস্টে পদোন্নতির জন্য যে নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিবরণ ও কার্যবিবরণীর কপি পেতে চাই।

১৭. রাজউকে/ মন্ত্রণালয়ে আমার দাখিলকৃত ০০৭ নম্বর ফাইলটি ৩০ জুলাই ২০১২ তারিখে কোন পরিস্থিতিতে আছে তা জানতে চাই।

১৩. জেণ্ডার সম্পৃক্ত প্রশ্ন

"নারীর অধিকার মানবাধিকার" একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় স্লোগান। কিন্তু এই বক্তব্য প্রতিনিয়তই বাংলাদেশে লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সহিংসতা কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের মনে, বিশেষ করে নারী সমাজের কাছে এটা একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন যে, এসব আইনের তাহলে আদৌ প্রয়োগ হচ্ছে কী না, হলে কীভাবে হচ্ছে? এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

- পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়তই নারী নির্যাতনের খবর আসে। অনেক সময় দোষী ব্যক্তি ধরাও পড়ে কিন্তু তারপর কী হয় জানা যায় না।
- বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের আইনে স্বীকৃত নয়। কিন্তু বাস্তবে তা সংঘটিত হয়। কীভাবে তা হয়।
- নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থানে সরকারীভাবে ওয়ান স্টপ সেন্টার করা হয়েছে। কিন্তু এসব সেন্টার কী করছে তার তথ্য জানা যায় না। কীভাবে এসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে ?

এধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য তথ্য অধিকার আইনের ধারা ও বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল সেন্টার-এ আবেদন করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের সম্ভাব্য কিছু নমুনা আবেদনপত্রের উপযোগী ক'রে নীচে দেওয়া হলো:

১. ২০১১-২০১২ অর্থবছরে "এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২" অনুসারে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় কতজনকে কী ধরনের দন্ড দেওয়া হয়েছে তা জানতে চাই।

২. গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার কারণে কতজন নারী ২০১১ সালে নারী ও শিশু অধিদপ্তরে অভিযোগ করেছে? সেইসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

৩. ২০১১ সালে গ্রামাঞ্চলে ফতোয়ার কারণে সিলেট জেলাতে কতজন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছে তার রেকর্ড দেখতে চাই স্থানীয় থানা অফিস থেকে।

৪. কুমিল্লা জেলাতে ২০১০-২০১১ সালে যৌতুকের কারণে যেসকল নারীর মৃত্যু হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করেছে সেইসব কেসে কী ধরনের শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছে তার বিবরণ পেতে চাই ।

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২০০৭-২০১২ সময়সীমায় কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির জন্যে কতজন ব্যক্তিকে সাসপেন্ড, বরখাস্ত হয়েছে, জেল হয়েছে এবং অন্যান্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য জানতে চাই।

৬. মাগুরা জেলায় ২০১১ সালে কতজন শিশু ও কিশোরী যৌন নিপীড়ণের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে তার তালিকা পেতে চাই। এই সব কেসে সরকার কতজনকে সাজা দিয়েছে তার নামের তালিকা, কী ধরনের সাজা দিয়েছে তার তথ্য পেতে চাই।

৭. সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া শিশু ও নারীদের জন্য ডিপার্টমেন্ট অব সোস্যাল সার্ভিস ৬টি ডিভিশনে যে ৬টি সেন্টার পরিচালনা করছে প্রতিটি

সেন্টারের ২০১১ সালের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য পেতে চাই। এসব সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনায় ২০১১ সালে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তার মিটিং মিনিটস্ জানতে চাই।

৮. ৬টি ডিভিশনে সরকার মেডিকেল কলেজে যে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে জুলাই ২০১০-২০১২ সময়ে কতজনের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসার ধরন কি ছিল? চিকিৎসা বাবদ নির্যাতনের শিকার নারী/শিশুর কাছ থেকে কত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য জানতে চাই।

৯. ঢাকা শহরের 'ক' নামক ক্লিনিকে বেআইনী ভাবে যত ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে তার মেডিকেল রেকর্ডস বই দেখতে চাই।

১০. ২০১১ সালে ঢাকা শহরের মিরপুর এলাকায় ৩৯ নং ওয়ার্ড-এ কতগুলি বিবাহ রেজিস্ট্রি হয়েছে তার নথি দেখতে চাই। সেখানে পাত্র পাত্রীর বয়স যাচাই-এর জন্যে জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে কিনা তার তথ্য দেখতে চাই।

১১. ২০১১-২০১২ সালে ঢাকা শহরে গৃহ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের নির্যাতনকারী যারা আইনের আওতায় ধরা পড়েছে তাদের পরিচয় জানতে চাই এবং প্রোফাইল দেখতে চাই। তাদের কী ধরনের সাজা হয়েছে তার ব্যক্তিভিত্তিক তালিকা পেতে চাই।

১৪. বিবিধ প্রশ্নমালা

মিডিয়া কর্মীদের জন্যে প্রশ্ন

গণমাধ্যমের কর্মীরা সাধারণতঃ তাদের পাঠকদের তাৎক্ষনিক তথ্য পরিবেশন করতে আগ্রহী। তাদের জন্যে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য জোগাড় করা অনেক সময় বেশী সময়-সাপেক্ষ মনে হয়। তবে তারা অনেক সময় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরী করে থাকেন যার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে তাদের অনেক সময় লেগে যায়। এই ধরনের কাজের জন্যে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্নের নমুনা নীচে দেয়া হল।

১. গত ২০১১-১২ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে একনেক যে সব প্রকল্প অনুমোদন দেয় সেই অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কপি দেখতে চাই।

২. বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারে যে সকল ব্যক্তি বন্দী অবস্থায় আছেন তাদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) পেতে চাই। উক্ত বন্দীদের মধ্যে কে কোন মেয়াদে সাজা ভোগ করছেন এবং সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কোন্ কোন্ ব্যক্তি বন্দী অবস্থায় আছেন তা জানতে চাই। কোন্ কোন্ বন্দী বর্তমানে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে আছেন এবং এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

৩. টেংরাটিলা গ্যাস দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের তদন্তের প্রতিবেদন কপি পেতে চাই। এই ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বশেষ যে সভা আয়োজন করে তার কার্যবিবরণী সহ সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

৪. গত ১০ বছরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সব ব্যক্তি ও সংস্থাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাহাড় লীজ প্রদান করা হয়েছে সে সব ব্যক্তি ও সংস্থার ঠিকানা সহ নামের তালিকা পেতে চাই। উক্ত ব্যক্তি ও সংস্থাকে কোন দাগে কত একর পাহাড় লীজ প্রদান করা হয়েছে তার অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই। শর্ত ভঙ্গের কারণে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ও সংস্থার লীজ গত ১০ বছরে বাতিল করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই। পাহাড় লীজ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট হেডম্যান ও রাজা'র অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যের কপি পেতে চাই।

৫. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে শেখ হাসিনার জনসভায় যে গ্রেনেড হামলা হয় সে বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন কপি পেতে চাই। এই বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

৬. বিজিএমইএ ভবন অবৈধভাবে নির্মাণের রায় প্রকাশ হওয়ার পর উক্ত ভবনের ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই।

৭. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন্ কোন্ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী ঔষধ উৎপাদন করছে সেগুলোর ঠিকানা সহ নামের তালিকা পেতে চাই। কোন ঔষধ বিক্রির জন্য কি ধরনের খুচরা মূল্য সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে তার তালিকা পেতে চাই। কোন্ কোন্ ঔষধ কোম্পানীকে নিম্নমানের/ভেজাল ঔষধ উৎপাদনের দায়ে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে কোন্ কর্মকর্তা কি পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করেছেন তার রেকর্ড দেখে ফটোকপি পেতে চাই।

৮. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গত ২০১০-১১ অর্থবছরে যে সব মাদক চোরাচালানীকে আটক করেছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই। উক্ত আটক চোরাচালানীদের কাকে কোন্ ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার যাবতীয় তথ্যের নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের ফটোকপি পেতে চাই।

৯. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার ..... নম্বর ওয়ার্ডের ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত নথিপত্র দেখতে চাই। উক্ত এলাকার মধ্যে বর্তমানে যারা অবৈধভাবে ভূমি দখল করে রেখেছেন তারা কে কোথায় দখল করে রেখেছেন সে সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই।

১০. গত ২০১১-১২ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিদেশ থেকে কোন কোন মেডিক্যাল সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে তার চালানপত্র (invoice) ও আমদানি সংক্রান্ত সরকারী আদেশ ও সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই। উক্ত সময়ে আমদানিকৃত মেডিক্যাল সরঞ্জাম বর্তমানে কোনটি কি অবস্থায় আছে তার রেকর্ডপত্রের কপি পেতে চাই।

১১. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিবছর বর্ষাকালে রাস্তা খোড়াখুড়ির কাজ চলে। কিন্তু রাস্তা খোড়াখুড়ি করার পর আর রাস্তা সঠিকভাবে মেরামত করা হয়না। এই

ব্যাপারে গত ৫ বছরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার রেকর্ড পত্র দেখতে চাই।

১২. দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল/ ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তাররা সেবা প্রদানের নামে রোগীদের কাছ থেকে ইচ্ছে মত ভিজিট ফিস নেয় ও রক্ত, মল, মূত্র সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে বাধ্য করে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত ৫ বছরে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের ফটোকপি পেতে চাই।

১৩. ফুলবাড়ি কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে? উক্ত খনি থেকে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক ও পরিবেশগত কোন সমীক্ষা করেছে কি? যদি করা হয়ে থাকে তাহলে সেই প্রতিবেদনের কপি পেতে চাই।

১৪. গত ০১ জানুয়ারী ২০০০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যতগুলো এয়ারবাস কিনেছে সেগুলোর চালান পত্রের (Invoice) কপি পেতে চাই। গত --- তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ যে সভা আয়োজন করেছে তার কার্যবিবরণী (meeting minutes) দেখতে চাই।

১৫. গত পাঁচ বছরে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির ঘটনা তদন্তে যে সব কমিটি গঠন করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির প্রতিবেদন কপি পেতে চাই।

১৬. গত ৩ বছরের মধ্যে ঢাকা শহরে বাড়িভাড়া আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে? ২০১১-১২ অর্থবছরে বাড়িভাড়া আইন লঙ্ঘন করার কারণে ঢাকা শহরের বাড়িওয়ালাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

১৭. আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কোন আবাসিক ভবনে অনাবাসিক/অফিস/অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শাস্তির বিধান আছে কী ? গত ৫ বছরে এই আইন লংঘনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

১৮. নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বশেষ কী পদক্ষেপ নিয়েছে? ২০১১-১২ অর্থবছরে নিয়মবহির্ভূতভাবে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কতজন আড়তদার/সিন্ডিকেট চক্র/ব্যবসায়ীকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

১৯. নদীনালা, খাল, বিল, পাহাড় অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে সরকার ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? গত ২০১০-১২ সালে কোন কোন অবৈধ দখলকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

২০. গত ২০১০-১১ অর্থবছরে শেয়ার বাজার দুর্নীতি ঘটনা উদঘাটন ও নিরসনের লক্ষ্যে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

২১. ২০০৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত শেয়ার বাজারে দুর্নীতির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে ?

২২. গত ১৯৯০ সালের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দেশে কত কালো টাকা সাদা করা হয়েছে? উক্ত সময়ের মধ্যে যারা কালো টাকা সাদা করেছেন তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

২৩. বিগত সরকারের আমলে যে কয়জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেতে চাই।

২৪. বর্তমান সরকারের আমলে যেসব পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় এ্যাকশন নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কাকে কি ধরনের শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে তা জানতে চাই। যেসব পুলিশ সদস্যকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে তার নথিপত্রের কপি পেতে চাই।

২৫. গত ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত সেতু থেকে কত টাকা টোল আদায় হয়েছে? উক্ত টাকা কখন কোন খাতে ব্যয় করা হচ্ছে?

২৬. সোনালী ব্যাংকের গত পাঁচ বছরের ঋণ খেলাপীদের তালিকা পেতে চাই। এসব ঋণ খেলাপীদের ব্যপারে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

মিলন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খবংপড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাজার করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই বিক্রেতাদের কাছে টোল সংগ্রহে অনিয়মের বিষয়ে নানা কথা শুনতে পান। তিনি মনে করেন যে বিষয়টির সাথে দুর্নীতি যেমন জড়িত তেমন জনগণের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ও রয়েছে। তাই তিনি এর সুরাহা করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তার আবেদনের বিষয় ছিলো- বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিসের উপর কি পরিমাণ টোল ধার্য্য করা আছে তার নিয়মাবলী জানা। আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন জবাব না দিলে, তিনি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান বরাবরে আপীল করেন। সে প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিলে উক্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হন। তথ্য পেয়ে তিনি দেখলেন যে টোল আদায়ের ক্ষেত্রে যে নির্দেশনা রয়েছে তা কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না। উপরন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ টোল আদায় করে টোল আদায়কারী কর্মকর্তারা যেমন দুনীতি করছে আবার বিক্রেতাদেরও হয়রানি করছে।

আবেদনের তথ্য লাভের পর সংশ্লিষ্টদের অনিয়মের বিষয়টি ধরা পড়ে। তাই এই বিষয়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মিলন প্রাপ্ত তথ্যটি খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফটোকপি করে টাঙিয়ে দেন। তথ্যটি এভাবে জনসমক্ষে প্রচারের ফলে বাজার ফান্ড কর্তৃপক্ষের টোল আদায়ের অনিয়মের বিষয়টি এলাকার সকলে জানতে শুরু করেছে। এই তথ্য জানার ফলে তারা টোল আদায়ের নামে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য প্রশ্ন

১. সিপিবি'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদককে ---------- ডান্ডাবেড়ি পড়ানোর আদেশের কপি পেতে চাই। যে আদেশের ভিত্তিতে ---------- বিনা বিচারে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে তার কপি পেতে চাই।

২. যে আদেশের ভিত্তিতে গণ আজাদী লীগের কর্মী মো: সাইফুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে তার কপি পেতে চাই।

৩. ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের দুই বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রদত্ত সম্পত্তির হিসাবের বিবরণ সম্বলিত তথ্যের কপি পেতে চাই।

৪. সরকারের ক্রয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সর্বশেষ যে পাঁচটি সভা করেছে সে সব সভার কার্যবিবরণী সহ সিদ্ধান্তবলীর কপি পেতে চাই।

৫. যে নির্দেশনার ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে আইন পাশ করেছে সে নির্দেশনার কপি সহ যারা উক্ত নির্দেশনা প্রণয়নের সাথে জড়িত তাদের নামের তালিকা (পদবী ও ঠিকানা সহ) পেতে চাই।

৬. আমাদের এলাকার (নাম) সংসদ সদস্য গত ২০১১-১২ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কত টাকা সরকারি অনুদান/বরাদ্দ পেয়েছেন তার রেকর্ড পত্র পেতে চাই। উক্ত সরকারি বরাদ্দ/অনুদান তিনি যে যে খাতে খরচ করেছেন তার প্রত্যেকটির রেকর্ড দেখে প্রয়োজনমত তথ্যের কপি পেতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য বিষয় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে গিয়ে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে **সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য**।

মনে রাখতে হবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য জানার জন্য অবশ্যই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। প্রার্থিত তথ্য ২০ কিংবা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে না পাওয়া গেলে উক্ত দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে। আপীল আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়া গেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, তথ্য অধিকার আইন জনগণের অধিকারের আইন। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য আবেদন করার মাধ্যমেই এই আইন সমাজে প্রয়োগ করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রয়াস।

সংযুক্তি - ১

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ----------

পিতার নাম ঃ ----------

মাতার নাম ঃ ----------

বর্তমান ঠিকানা ঃ ----------

স্থায়ী ঠিকানা ঃ ----------

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ ----------

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ ----------

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ ----------

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

আবেদনের তারিখ ঃ ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আপীল আবেদন

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২। আপীলের তারিখ ঃ ----------

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে ঃ ----------

উহার কপি (যদি থাকে)

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে ঃ ----------

তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ----------

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ ----------

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ ----------

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ ----------

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ঃ ----------

উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন

আবেদনের তারিখ ঃ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিযোগ দায়েরের ফরম

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং----------

১. অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ ----------

৩. যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে ঃ ----------
তাহার নাম ও ঠিকানা

৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ----------
(প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)

৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে ঃ ----------
অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি
সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ ----------

৭. অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় ঃ ----------
কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/ আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর

ডঃ গোলাম হোসেন,

প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১। আবেদনকারীর নাম	ঃ	মো: নিয়ামত আলী
পিতার নাম	ঃ	মো: রসুল আলী
মাতার নাম	ঃ	মোছা: দিলরুবা বেগম
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ	mdalibangla007@gmail.com, 01715 320000

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ বংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করছি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

২. উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

আশা করি, আইনের ৯(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য নির্ধারিত ২০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করবেন।

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ ঃ অফিসে যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত কপি গ্রহণের লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) মাধ্যমে।

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ প্রযোজ্য নয়।

আবেদনের তারিখ ঃ ০৯ মে ২০১২

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আপীল আবেদন

বরাবর
মো: ফখরুদ্দিন,
পরিচালক
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: (যোগাযোগের সহজ মাধ্যম) ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
ই-মেইল: mdalibangla007@gmail.com ফোন: ০১৭১৫ ৩২০০০০

২। আপীলের তারিখ ঃ ১৫ জুন ২০১২

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে ঃ কোন আদেশ প্রদান করা হয়নি। উহার কপি (যদি থাকে)

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে ঃ ড: গোলাম হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি :

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

২. উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

উল্লেখ্য যে, আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। তাই আপীল করতে বাধ্য হচ্ছি।

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারা সমূহ

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আপীলে বর্ণিত আমার সকল তথ্য সঠিক।

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ঃ ডাকযোগে প্রেরিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের কপি ও রসিদ উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন তার কপি

আবেদনের তারিখ ঃ ০৯ মে ২০১২
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিযোগ দায়েরের ফরম

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
অভিযোগ নং----------

১. অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
ই-মেইল: mdali007@gmail.com,
ফোন: ০১৭১৫ ৩২০০০০

২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ ০৭ জুলাই ২০১২

৩. যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ ডঃ গোলাম হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ, সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।

৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ গত ০৯ মে ২০১২ তারিখে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে (প্রযোজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিতকর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

২. উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

উল্লেখ্য যে, আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। তাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গত ১৫ জুন ২০১২ তআপীল করতে বাধ্য হই। সেখান থেকেও আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ার কারনে অভিযোগ করছি।

৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ প্রযোজ্য নয় অভিযোগ আনয়ন করা হয়

৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ।

৭. অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় ঃ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ও আপীল আবেদনের কপি এবং ডাক বিভাগের কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) প্রদত্ত রসিদ কপিসমূহ এই অভিযোগ পত্রের সাথে সংযুক্ত করা গেল।

সত্যপাঠ

আমি/ আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

Published in collaboration with:

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz1
10243Berlin,Germany
Website : www.rosalux.de

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

House No. 104, Road No. 25, Block-A, Banani
Dhaka-1213, Bangladesh
Phone : (880-2) 9840830-1, Fax : (880-2) 8811962
E-mail : rib@citech-bd.com, rib.bangladesh@gmail.com
Website : www.rib-bangladesh.org www.rib-kajolimodel.org
www.rib-rtibangladesh.org